সংবাদ

তারিখ ... 05 FEB 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

## সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিল প্রশ্নে

# রাবির আন্দোলনকারীদের বিপক্ষে শিক্ষকরা

- নেপথ্যে আর্থিক স্বার্থই মুখ্য
- ছাত্রলীগের হামলায় প্রতিক্রিয়া নেই

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সান্ধ্য কোর্স ও বর্ধিত ফি বাতিলসহ বিভিন্ন দাবিতে কয়েকদিন ধরেই আন্দোলন করে আসছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তারা সান্ধ্য কোর্সের বিপক্ষে আন্দোলন করলেও শিক্ষকরা এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এই সুযোগে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগ ক্যাডাররা হামলা চালায়। কিন্তু ঘটনায়ও প্রতিবাদ করেননি শিক্ষকরা। কারণ কোর্স চালু হলে শিক্ষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবে। তবে শিক্ষকদের দাবি, আন্দোলনের নামে ক্যাম্পাসে যারা নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সান্ধ্য কোর্স বাতিলের দাবিতে অতীতেও আন্দোলন হয়েছে। যখন কোন বিশ্ববিদ্যালয় এ কোর্স চালু করতে চায় তখনই শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। কিন্তু শিক্ষার্থীরা কেন এই কোর্স বাতিলের দাবি জানাচ্ছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কোর্স থেকে লাভবান হওয়ার সুযোগই বা কতটা রয়েছে- তা নিয়ে আছে পক্ষে-বিপক্ষে নানা যুক্তি।

প্রসঙ্গত, সান্ধ্য কোর্স ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীর ওপর গত রবিবার পুলিশ ও ছাত্রলীগ ক্যাডারদের হামলায় শতাধিক সাধারণ শিক্ষার্থী আহত হয়। এরপর রাবি কর্তৃপক্ষ

রাবির : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৩

## রাবির : শিক্ষকরা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে। গত সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে হল ছেড়ে যায় সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এখন নীরব।

রাবি'র আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা বলছে, বেশকিছু দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল সান্ধ্য কোর্স বাতিল। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীদের দাবি হচ্ছে, বেশি টাকার বিনিময়ে এসব সান্ধ্য কোর্স চালু করা হবে। এজন্য শিক্ষকরা নিয়মিত ছাত্রদের তুলনায় সান্ধ্য কোর্সের ছাত্রদের পাঠদানে অধিকতর মনোযোগ দেবেন। ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ায় শিক্ষকরা স্বার্থগত কারণেই এর পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

### সান্ধ্য কোর্স না চাওয়ার কারণ

বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বাণিজ্য অনুষদ ও আইন বিভাগে সান্ধ্য কোর্স চালু রয়েছে কয়েক বছর ধরে। এখন সমাজবিজ্ঞান অনুষদে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সান্ধ্য কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় আন্দোলন করছে তারা।

এ বিষয়ে রাবি'র আন্দোলনকারীদের একজন জামিল জানায়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্স চালু করলে তা নিয়মিত ছাত্রদের জন্য শিক্ষার পরিবেশকে নষ্ট করবে।

রাবি'র সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডিন মোহাম্মদ আনসারুদ্দিন বলেন, সান্ধ্যকালীন কোর্স থেকে যে আয় হবে সেটা অনুষদের বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করা হবে। এতে নিয়মিত ছাত্রদের ক্লাসের কোন ক্ষতি হবে না।

জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। যখনই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর উদ্যোগ নেয়া হয় তখনই শুরু হয় ছাত্র আন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে বাতিল করতে হয়েছে বেশ কয়েকটি বিভাগের সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করার সিদ্ধান্ত।

যদিও ২০০২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য অনুষদে প্রথম এই কোর্স চালু হয়। ফলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ছাত্রদের থেকে কয়েক গুণ বেশি অর্থ দিয়ে পড়াশোনা করার সুযোগ পাচ্ছেন অন্য বিভাগের ছাত্ররা।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী সান্ধ্যকালীন কোর্সের অর্জিত আয় বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলে জমা হয়। এতে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন হয়। অন্যদিকে শিক্ষকদের বাড়তি উপার্জনের সুযোগ হয়। সেখানে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের উপেক্ষিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই বলে তিনি মনে করেন।

### সান্ধ্য কোর্সের পক্ষে শিক্ষকরা

শিক্ষার্থীরা বলছেন, সান্ধ্য কোর্সে স্বার্থগত কারণেই শিক্ষকরা এক হয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আইন ও বাণিজ্য অনুষদে চালু হওয়া সান্ধ্য কোর্সের ১৪টি বিভাগের দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষক বিএনপি-জামায়াতপন্থি। তারাও এই কোর্সের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

এ বিষয়ে রাবি'র জাতীয়তাবাদী শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক শামসুল আলম সরকার সাংবাদিকদের বলেন, আমরা এক হয়েছি কথাটি পুরোপুরি সঠিক না। যেখানে শিক্ষার্থীদের বর্ধিত ফি স্থগিত করা হয়েছে সেখানে শিক্ষার্থীরা কেন আন্দোলনে গেল?

এ বিষয়ে আন্দোলনকারীদের সমন্বয়ক ও ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আয়াতুল্লাহ খোমেনি বলেন, নীতি আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া সত্যিই লজ্জাকর। যাদের এতোদিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে দেখেছি অথচ তারাই এখন নিজেদের স্বার্থে একাকার হয়ে গেলেন।

জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি মাস থেকেই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, নম্বরপত্র ও সনদ উত্তোলনসহ কয়েকটি খাতে অতিরিক্ত ফি দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ সেটি স্থগিত করে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতনভাতার খরচ জোগাতেই সিন্ডিকেটের সভায় বর্ধিত ফি কার্যকরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সব বিভাগে নোটিশ দেয়া হয়েছে।

যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ এবং ফি বাড়ানোর বিষয়ে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক মায়েন উদ্দিন আহমেদ দাবি করেছেন, শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফি কম বৃদ্ধি করা হয়েছে। স্বল্প ভিত্তিতে যেসব সনদপত্র উত্তোলন করা হয় সেখানে কিছুটা বেশি বাড়ানো হয়েছে বলেও তিনি জানান।

রাবি'র সংশ্লিষ্ট দফতর সূত্র জানায়, ২০০৯ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারিতে সাবেক উপাচার্য আবদুস সোবহান দায়িত্ব নেয়ার পর গত বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২০৪ পদের বিপরীতে ৩৬৮ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে, যা বিজ্ঞাপিত পদের তুলনায় ৮১ শতাংশ বেশি। এতে অতিরিক্ত শিক্ষকদের বেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-পরিচালক আশরাফ-উল-হুদা সাংবাদিকদের বলেন, পদের চেয়ে দ্বিগুণ শিক্ষক নিয়োগ দেয়ায় বর্তমানে ১০১ জন নবীন শিক্ষকদের বেতন দিতে প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছে। ইউজিসি এই শিক্ষকদের বেতন দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

এদিকে সোমবারের ঘটনায় গতকাল রাবি শিক্ষক সমিতির ব্যানারে 'শিক্ষক লাঞ্ছনা, ক্যাম্পাসে নৈরাজ্য ও তাণ্ডবের প্রতিবাদে' মানববন্ধন পালন হয়েছে। গতকাল সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের পাদদেশে মানববন্ধন কর্মসূচিতে সিংহভাগ দেখা যায় বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের। মানববন্ধন শেষে সংবাদ সম্মেলন হয়। এতে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক সুলতান-উল-ইসলাম আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সাত দফা দাবির কথা জানান।

তিনি জানান, সান্ধ্য কোর্স বন্ধ ও বর্ধিত ফি বাতিলের দাবিতে কিছু শিক্ষার্থী আন্দোলন করে আসছিল। এর এক পর্যায়ে গত রোববার ক্যাম্পাসে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এসময় তারা শিক্ষকদের সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং শিক্ষকদের বাসভবন ও অফিসে হামলা চালায়। যারা এ ঘটনার জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমরাও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করবো।

শিক্ষক সমিতির সভাপতি আজহার আলী বলেন, এই আন্দোলন সাধারণ শিক্ষার্থীরা করেনি। শিক্ষার্থীদের সান্ধ্য কোর্স বাতিলের সিদ্ধান্ত আমাদের কাছে যৌক্তিক মনে হয়নি। যেসব শিক্ষার্থী শিক্ষকদের বাসায় ভাঙচুর ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে সুপারিশ করেছি।